প্রথম আলো

তারিখ ... 20 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি

ভাগবাটোয়ারায় ছাত্রনেতাদের সঙ্গে যোগ দিলেন শিক্ষকেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদক, পাবনা ●

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও শিক্ষকেরা ৩৩০টি আসন ভাগবাটোয়ারা করে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ছাত্র ভর্তি চূড়ান্ত করেছেন। ভর্তির বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা। এ কারণে প্রকৃত মেধাবীরা ঐতিহ্যবাহী এই কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার ছিল অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ৩৩০টি আসনে ছাত্র ভর্তির শেষ দিন। কিন্তু দুপুর দুইটা পর্যন্ত ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও শিক্ষকনেতারা ভাগবাটোয়ারার তালিকা চূড়ান্ত করতে না পারায় কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তহবিল থেকে ৩৩০ জন ভর্তিচ্ছুর টাকা ব্যাংকে জমা দেয়।

সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষে এডওয়ার্ড কলেজের সম্মান প্রথম বর্ষে দুই হাজার ৯৫০টি আসনে ভর্তির শেষ সময় ছিল ২ এপ্রিল। মেধা কোটায় ভর্তির সময় শিক্ষকেরা কৌশলে ১৫০টি আসন শূন্য রাখেন। ইতিমধ্যে ছাত্রলীগের দাবির মুখে কলেজ প্রশাসন ৪০০ আসন বাড়াতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ১৮০টি আসন বাড়ায়। আগের ১৫০টি শূন্যসহ মোট ৩৩০টি আসনে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে জরিমানাসহ ভর্তির শেষ সময় ছিল গতকাল।

শনিবার সকাল থেকে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা পছন্দের প্রার্থীকে ভর্তি করতে কলেজে ভিড় করেন। এ সময় শিক্ষকেরাও তাঁদের স্বজনদের ভর্তি করতে ১০০ আসন দাবি করেন। এ নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সঙ্গে শিক্ষকদের বিরোধ দেখা দেয়। একপর্যায়ে ভর্তিচ্ছুরা শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত অধ্যক্ষের কার্যালয় অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে পুলিশ গিয়ে রাত সাড়ে ১২টার দিকে অধ্যক্ষকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও শিক্ষকেরা বাগভাটোয়ারা চূড়ান্ত করতে আবার গতকাল সকালে বসেন। কয়েক দফা বৈঠকের পর বেলা সাড়ে তিনটার দিকে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ছাত্রলীগ ২০০, ছাত্রদল ৮০ ও শিক্ষকেরা ৫০টি আসন নিতে সম্মত হন। এরপর চূড়ান্ত তালিকা ভর্তি কমিটির কাছে জমা দেওয়া হয়।

এদিকে গতকাল দুপুর দুইটা পর্যন্ত ছিল ব্যাংকে ভর্তির টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময়। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা তৈরি না হওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ব্যাংক কলেজ শাখায় কলেজের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অনুকূলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন ফি ৭৮০ টাকা, জরিমানা ১০০ টাকাসহ ৮৮০ টাকা করে মোট দুই লাখ ৯০ হাজার ৪০০ টাকা জমা দেয়। কলেজের অন্যান্য ফিসহ মোট দুই হাজার ২৫০ টাকা জমা দিয়ে আজ সোমবার শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে হবে।

ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ সালেক বলেন, 'ভর্তি নিয়ে ছাত্রনেতারা যা করেছেন, তা পাবনাবাসী দেখেছে। গতকাল দুপুর দুইটা পর্যন্ত ভর্তির টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময় হলেও ভর্তিচ্ছুর তালিকা চূড়ান্ত না হওয়ায় কলেজের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিপরীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি জমা দিয়েছি।'

জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ সুইট বলেন, 'ছাত্রলীগ আমাদের ৮০টি আসন দিয়েছে। কোনো টাকা-পয়সা ছাড়াই আমরা এই ৮০ জন শিক্ষার্থীকে দলীয়ভাবে ভর্তি করছি।' জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সুইট বলেন, 'আমরা ১৮০টি আসন বাড়িয়ে এনেছি। শিক্ষকেরা বেশি আসন দাবি করায় সমস্যা হলেও তা মিটে গেছে। কোনো টাকা-পয়সা ছাড়াই প্রকৃত মেধাবীদের ভর্তি করা হচ্ছে।'

অধ্যক্ষ হোসনেয়ারা আখতার বলেন, 'ভর্তি নিয়ে কী বলব! ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল ভাগাভাগি করেছে। শিক্ষকদের দাবিও পূরণ হয়েছে। এভাবে ভর্তির কারণে প্রকৃত মেধাবীদের পরিবর্তে দলীয় শিক্ষার্থী ও অযোগ্যরা ভর্তির সুযোগ পেল।' তিনি বলেন, 'আমি প্রশাসনের কাছে সাহায্য চেয়ে পাইনি। এ ছাড়া আর কী করতে পারতাম!'